দৈনিক
জনকণ্ঠ

তারিখ 23 JAN 2003
পৃষ্ঠা 6 কলাম 2

ব্রিটেন ছাত্রদের ভিসা দেয়ার পদ্ধতি সহজ করেছে, চালু হয়েছে 'ওয়ান ডে সার্ভিস'

কূটনৈতিক রিপোর্টার ॥ ঢাকাস্থ ব্রিটিশ হাইকমিশন ব্রিটেনের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পড়তে যেতে ইচ্ছুক প্রকৃত বাংলাদেশী ছাত্রদের ভিসা দেয়ার সহজ পদ্ধতি চালু করেছে। এ জন্য ঢাকাস্থ ব্রিটিশ কাউন্সিলের সহায়তায় চালু করা হয়েছে 'ই-ডকস' (ইলেকট্রনিক ডকুমেন্টস চেকিং সার্ভিস) পদ্ধতি। এছাড়া নন-সেটেলমেন্ট ভিসাপ্রার্থীদের ভিসা দেয়ার ক্ষেত্রেও পদ্ধতি সহজতর করা হয়েছে। নতুন পদ্ধতিতে যথাযথ কাগজপত্র থাকলে ভিসার আবেদন করার দিনই এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত দেয়া

(৭- পৃষ্ঠা ৪-এর কঃ দেখুন)

ব্রিটেন ছাত্রদের ভিসা

(৮-এর পাতার পর)

হচ্ছে, হাইকমিশন যার নাম দিয়েছে 'ওয়ান ডে সার্ভিস'। ঢাকাস্থ ব্রিটিশ হাইকমিশনের ইমিগ্রেশন বিভাগের প্রধান মাইকেল জন হলওয়ে বুধবার সাংবাদিকদের ব্রিফিংকালে এ কথা জানান। হাইকমিশনে আগে কি পদ্ধতিতে ভিসা দেয়া হতো এবং এখন কি পরিবর্তন আনা হচ্ছে তা বোঝানোর জন্য সাংবাদিকদের ইমিগ্রেশন বিভাগও ঘুরিয়ে দেখানো হয়। হাইকমিশনের প্রেস এ্যান্ড পাবলিক এ্যাফেয়ার্স বিভাগের প্রধান ক্রিস্টিন শার্পলেস এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

মিঃ হলওয়ে জানান, ব্রিটিশ স্টুডেন্ট ভিসার জন্য চাপ ক্রমশ বাড়ছে। ২০০২ সালে আগের বছরের চেয়ে ভিসাপ্রার্থীর হার ৮৫ শতাংশে বৃদ্ধি পায়। মোট ৪৬৬০ জন বাংলাদেশী ছাত্র ভিসার জন্য আবেদন করেছিল যাদের মধ্যে ৫০ ভাগই ভিসা পায়। এ ধরনের ভিসাপ্রার্থীর সংখ্যা বাড়তে থাকার পরিপ্রেক্ষিতে এবং প্রকৃত ছাত্রদের ভিসাপ্রাপ্তি নিশ্চিত করতে ব্রিটিশ কাউন্সিল গত ১৫ জানুয়ারি থেকে 'ই-ডকস' পদ্ধতি চালু করেছে। ব্রিটিশ কাউন্সিলে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র জমা দেয়ার পর তারা তা যাচাই করে কোন ছাত্রকে সার্টিফিকেট দিলে হাইকমিশনে ভিসার জন্য আবেদনের ক্ষেত্রে তারা বিশেষ সুবিধা পাবে। এ সুবিধার মধ্যে রয়েছে, তাদের হাইকমিশনের বাইরে লাইনে দাঁড়াতে হবে না এবং কাগজপত্র ঠিক থাকলে সাক্ষাতকার ছাড়াই একদিনের মধ্যেই তারা ভিসা সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত পেয়ে যাবে। ওই কাজটি করার জন্য ব্রিটিশ কাউন্সিল ৪ কার্যদিবস সময় এবং ৭ পাউন্ড (প্রায় ৬ হাজার টাকা) ফী নেবে। ব্রিটিশ কাউন্সিলের মাধ্যম ছাড়া ছাত্ররা সরাসরিও ভিসার জন্য আবেদন জানাতে পারবে, তবে সে ক্ষেত্রে সাক্ষাতকার এড়ানো এবং একই দিনে সিদ্ধান্ত পাবার কোন গ্যারান্টি নেই বলে তিনি উল্লেখ করেন।

মিঃ হলওয়ে আরও জানান, ভিসার জন্য আবেদনের ক্ষেত্রে ছাত্র ছাড়াও পুরো বাংলাদেশী কমিউনিটিকে সুবিধা দেয়ার জন্য নায্য ও মর্যাদাসম্পন্ন লাইন পদ্ধতি চালু করা হয়েছে। এর ফলে ভিসাপ্রার্থীদের ভোগান্তি দূর হওয়া ছাড়াও সময়ও কম লাগবে। কারণ প্রয়োজনীয় কাগজপত্র থাকলে তাদেরও একই দিন ভিসা পাওয়া না পাওয়া সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত জানিয়ে দেয়া হবে। এক প্রশ্নের জবাবে তিনি জানান, 'ভিসাপ্রার্থী বাংলাদেশী ছাত্রছাত্রীদের ৫০ থেকে ৬০ শতাংশই ভিসা পেয়ে থাকে। আমরা আরও বেশিসংখ্যক ছাত্রছাত্রীকে ভিসা দিতে চাই, কিন্তু এ ক্ষেত্রে প্রধান বাধা ইংরেজীতে তাদের দুর্বলতা এবং লেখাপড়ার খরচ মেটানোর জন্য প্রয়োজনীয় তহবিলের অভাব।'

পরে ইমিগ্রেশন বিভাগ পরিদর্শনের সময় দেখা যায়, সাক্ষাতকার নেয়ার সকল কক্ষেই ব্রিটিশ ভিসা কর্মকর্তা ছাড়াও ইন্টারপ্রেটার হিসাবে একজন করে বাংলাদেশী কর্মকর্তাকেও রাখা হয়েছে। এ সময় জাল সার্টিফিকেট নিয়ে ভিসা চাইতে আসা এক ছাত্রেরও দেখা মেলে, জিজ্ঞাসাবাদে সে জানায়, জাল সার্টিফিকেট পেতে তার মাত্র দু'হাজার টাকা খরচ হয়েছে। ভিসা কর্মকর্তারা জানান, এমন কেস তাঁরা প্রায়ই পান। এছাড়া ইংরেজী মাধ্যমে লেখাপড়ার সার্টিফিকেট আছে এমন অনেক ছাত্রও ইংরেজীতে কথা বলতে পারে না, এমন ঘটনাও প্রায়ই ঘটে। তাঁরা বলেন, ভিসা দেয়া হয় না-এমন অভিযোগ খুব জনপ্রিয় হলেও এসব বাস্তবতার কারণেই অনেককে ভিসা দেয়া সম্ভব হয় না। কাগজপত্রসহ প্রয়োজনীয় চাহিদা পূরণ করতে পারলে ভিসা না পাবার কোন কারণই নেই-তাঁরা জোর দিয়ে বলেন।

শিক্ষা মেলা

এদিকে যুক্তরাজ্যে উচ্চশিক্ষা নিতে আগ্রহী শিক্ষার্থীদের সে দেশের শিক্ষা সম্পর্কিত বিভিন্ন তথ্য জানাতে এবং বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে ব্রিটিশ কাউন্সিল তিন দিনের এক শিক্ষা মেলার আয়োজন করেছে। 'এডুকেশন @ ইউকে ফেয়ার ২০০৩' নামের এই মেলা আজ বৃহস্পতিবার শেরাটনী হোটেলের উইন্টার গার্ডেনে শুরু হবে। শিক্ষামন্ত্রী ড. ওসমান ফারুক সকাল সাড়ে দশটায় এর উদ্বোধন করবেন। মোট ১৮টি প্রতিষ্ঠান এতে অংশ নেবে বলে জানা গেছে।